বৃহস্পতিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৩৯

কর্নাটকের রায়, ত্রিশঙ্কু বিধানসভা তবে একক বৃহত্তম বিজেপিই

অবশেষে কর্নাটকের রায় ঘোষিত হল। কিন্তু বিধানসভা ত্রিশঙ্কু। ২২৪টি আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় ২২২টি আসনে ভোট হয়। ২২২টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১০৪, কংগ্রেস ৭৮টি, জেডি (এস) ৩৮টি এবং অন্যান্যরা ২টি। ফলে সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগার কোনও দলের নেই। এই অবস্থায় বল রাজ্যপালের কোর্টে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিমধ্যে ওই রাজ্যে সরকার গঠন নিয়ে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ শুরু হয়েছে। জানা যায়, ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির কৌশলী চালে কর্নাটকে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জেডিএসকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। সেই প্রেক্ষিতে রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়ে এসেছেন জেডিএস নেতা কুমারস্বামী। কিন্তু বিজেপি নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পাও বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দাবি জানিয়ে এসেছেন রাজ্যপালের কাছে। ফলে সবার নজর এখন রাজভবনের দিকেই। বলা বাহুল্য, কর্নাটকে এমন ফলাফলের ইঙ্গিত ভোটের পরই দিয়েছিল বিভিন্ন সংস্থার এগজিট পোল। তবে বোঝা যায় কর্নাটকের বড় অংশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন ও আর্থিক সংস্কারে সিলমোহর দিয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোট পড়েছে বলেই কংগ্রেসের ঝুলিতে ৭৮টি আসন এসেছে। তবে ১০০ পার হতে পারেনি কংগ্রেস। এ নিয়ে আত্মসমীক্ষা করা দরকার কংগ্রেসের। জেডিএস আঞ্চলিক দল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার প্রভাবেই তার দল ৩৮টি আসন পেয়েছে। এটা কম কথা নয়। কর্নাটকে এখনও তার প্রভাব অপরিসীম।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মণি—আজ্ঞে হাঁ, যোগীরা দেখতে পায়। একটা বইয়ে আছে, এরকম কাঁচ (Magnifier) আছে, তার ভিতর দিয়ে দেখলে খুব ছোট জিনিস বড় দেখায়। সেইরূপ যোগের দ্বারা ঐ সব সূক্ষ্ম পদ্ম দেকা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর ঘরে থাকিতে বলিয়াছেন। মণি ঐ ঘরে রাত্রিবাস করিতেছেন।

প্রত্যুষে ঐ ঘরে একাকী গান গাহিতেছেন—

গৌর হে আমি সাধন-ভজন হীন
পরশে পবিত্র ক'রো আমি দীনহীন।।
(চরণ তো আর পেলাম না, গৌর!)
আমার আশায় আশায় গেল দিন!

হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। 'পরশে পবিত্র ক'রো আমি দীনহীন!' এই কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে।

আবার একটি গান হইতেছে—

আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি।।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বেড়াইতেছেন।

পরদিন শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর, সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী বেলতলায় মণির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সাধনের নানা গুহ্য কথা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা।

দিনপঞ্জিকা

২ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৭ বৈশাখ, **১৭মে,** ২ জেঠ, সংবৎ ২ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ১ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০, সূর্য্যাস্তি ঘ ৬।৮। **বৃহস্পতিবার,** দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১।৪৮ মিঃ। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘ ৯।০৪ মিঃ। সুকর্মাযোগ রাত্রি ঘ ৯।৫৪ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১।৪৮ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৪১ গতে গরবকরণ। **জন্মে**—বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ঘ ৯।০৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৮।২১ গতে মিথুন রাশি শূত্রবর্ণ মতান্তরে বৈশবর্ণ। **মৃতে**—একপাদদোষ, দিবা ঘ ১।৪৮ গতে দোষনাই। **যোগিনী**— উত্তরে, দিবা ঘ ১।৪৮ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি** ঘ ২।৫১ গতে ৬।০৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**—ঘ ১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। **যাত্রা**— মধ্যম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।০৪ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১০।১২ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ঘ ১।৪৮ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ২।৫১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধা ঘ ৬।০৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্রা দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- গর্ভাধান, দিবা ঘ ৯।০৪ মধ্যে **সাধভক্ষণ** ধান্যরোপণ, দিবা ঘ ১।৪৮ মধ্যে পুংসবন, দিবা ঘ ২।৫১ মধ্যে নামকরণ সীমন্তোন্নয়ন, নিস্ক্রমণ **মুখ্যান্নপ্রাশন** দেবতাগঠন বিপন্যারম্ভ পুন্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ৯।০৪ গতে ২।৫১ মধ্যে নৌকাচালন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**— দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এ তৃতীয়ার সপিণ্ডন। **মুং—রমজান মাসারম্ভ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অদ্য হইতে মাসব্যাপী রোজা আরম্ভ। সাহিত্যিক ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিরোভাব দিবস** (১৭ মে, ১৯১৩ খ্রীঃ)। **বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস** (১৭ মে)। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৫।৫৮ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১১।০৮ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৩।৩৪ গতে ৬।০৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫৮ গতে ৯।০৪ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ২।০৪ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৭ বৈশাখ, ১৭মে, ১ রমজান, ২ জেঠ। উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।০৬। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দি ঘ ১।৪৭, সেহরী শেষ ৩।২৬, ইফতার ৬।১৫। **অদ্য হইতে পবিত্র রমজানের রোজা আরম্ভ। অদ্য হইতে পবিত্র রমজানের রহ্‌মত বর্ষণ**

বেলাদত—হযরত গওসে আজম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ)।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

যোজনা ডায়েরি

(২১ নভেম্বর–২০ ডিসেম্বর, ২০১৭

পর্ব ১৭

খেলা

ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বিশ্বকাপের গ্রুপ ভাগাভাগি নিয়ে ড্র। ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপের কোন দল কোন গ্রুপে, কে খেলবে কার বিরুদ্ধে, ফয়সালা হল তার। গ্রুপ এ : রাশিয়া, সৌদি আরব, ইজিপ্ট, উরুগুয়ে। গ্রুপ বি : পর্তুগাল, স্পেন, মরোক্কো, ইরান। গ্রুপ সি : ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পেরু, ডেনমার্ক। গ্রুপ ডি : আর্জেটিনা, আইসল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, নাইজিরিয়া। গ্রুপ ই : ব্রাজিল, সুইৎজারল্যান্ড, কোস্টারিকা, সার্বিয়া। গ্রুপ এফ : জার্মানি, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপ জি : বেলজিয়াম, পানামা, তিউনেশিয়া, ইংল্যান্ড। গ্রুপ এইচ : পোল্যান্ড, সেনেগাল, কলোম্বিয়া, জাপান।

➢ বিশ্ব হকি লিগ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে আর্জেন্তিনাকে ২-১ গোলে হারাল তারা। সেমিফাইনালে ভারতকে হারালেও ফাইনালে শেষরক্ষা হল না আর্জেন্তিনার। ম্যাচের তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত ফলাফল ছিল ১-১। ম্যাচ শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে ব্লেক গভার্সের গোলে জেতে অস্ট্রেলিয়া। অন্য দিকে সোনার জন্য লড়াইয়ে নামা হয়নি, কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ স্থানের লড়াইয়ে জার্মানিকে হারিয়ে মুখরক্ষা হল ভারতীয় হকি দলের। জার্মানিকে ২-১-এ হারিয়ে ব্রোঞ্জ ধরে রাখতে সক্ষম ভারতীয় হকি দল।

➢ লিওনেল মেসি-কে হারিয়ে পঞ্চম ব্যালঁ ডি'ওর জিতে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই মরসুমে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন রোনাল্ড। মাস কয়েক আগেই ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার পেয়েছেন সি আর সেভেন। এবার ব্যালঁ ডি'ওর-ও তার দখলে। এর আগে পর্যন্ত ব্যালঁ ডি'ওর লড়াইয়ে মেসি বনাম রোনাল্ডো স্কোর ছিল ৫-৪। গত ৭ ডিসেম্বর বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের সামনে ব্যালঁ ডি'ওর মঞ্চে মেসিকে ছুঁয়ে ৫-৫ করে ফেললেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।

➢ বধিরদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় সফল হলেন গোয়ালতোড়ের শ্রীকৃষ্ণ মাহাতো। 'অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল অব ডেফ'-এর উদ্যোগে গত ১-৬ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের রাঁচি মেগা স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ আয়োজিত হয় ২২-তম 'ন্যাশনাল গেমস অব দ্য ডেফ'। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। জন্ম থেকেই শ্রীকৃষ্ণ মূক ও বধির। হলদিয়ার সুতাহাটায় মূক ও বধিরদের বিদ্যালয় 'শ্রুতি'-তে পড়াশোনা শুরু করেন। ছোটো থেকেই খেলাধূলায় পারদর্শী। রাজ্য, জাতীয় স্তর ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরেও সফল। ২০১২ সালে কানাডায় আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড ডেফ অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ'-এ যোগ দিয়ে সফল হন জঙ্গলমহলের ২৩ বছরের এই যুবক। চলতি বছর ঝাড়খণ্ডে আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও ভালো ফল করেন শ্রীকৃষ্ণ।

➢ ২৮ বছর বয়স ভরত খাণ্ডারের। গত ২৫ নভেম্বর সাংহাইয়ে অভিষেক ঘটে মহারাষ্ট্রের এই তরুণের। এই ম্যাচে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও রিং-এ নামা মাত্রই এক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ভারতের নাম। তিনিই হলেন প্রথম কোনও ভারতীয় মিক্সড মার্শাল আর্টস ফাইটার, যিনি লড়লেন বিশ্ববিখ্যাত ইউএফসি-তে। নভেম্বর মাসে অর্জুন সিং ভুল্লার প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে ইউএফসি-তে যোগ দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কানাডার প্রতিনিধি। এবারই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে কোনও ভারতীয় নাগরিককে।

● **হংকং ও দুবাই সুপার সিরিজের ফাইনালে সিন্ধু :**

গত ২৬ নভেম্বর হংকং ওপেন সুপার সিরিজের ফাইনালে হেরে গেলেন ভারতের পিভি সিন্ধু। বিশ্বের এক নম্বর শাটলার তাই জু ইং-এর কাছে সিন্ধু হারেন ১৮-২১, ১৮-২১-এ। হংকং কোলিসিয়ামে বিশ্বের এক নম্বর ও বিশ্বের দু'নম্বর, দুই সেরার যুদ্ধে বাজিমাত এক নম্বরেরই। এই নিয়ে দু'বার পর পর এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে তাই জু ইং-এর কাছে হারতে হল সিন্ধুকে।

এরপর আবার গত ১৭ ডিসেম্বর দুবাইয়ে সুপার সিরিজ টুর্নামেন্টের ফাইনালে সিন্ধু ২১-২৫, ১২-২১, ১৯-২১ হারেন আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে। জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে গ্রুপের শেষ ম্যাচেই হারিয়েছিলেন সিন্ধু। তাছাড়া মুখোমুখি লড়াইয়ে ৫-২ এগিয়ে থেকেই এই ম্যাচে নামেন রিও অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী।

● **আন্তর্জাতিক টেনিসে ২০১৭-র বিশ্বসেরা :**

মরসুম শেষের ট্যুর ফাইনালস থেকে দ্রুত ছিটকে গেলেও স্পেনের রাফায়েল নাদালই এ বছরের বিশ্বসেরা, ঘোষণা করল আন্তর্জার্তিক টেনিস সংস্থা। পাশাপাশি মেয়েদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নাদালের দেশের গারবিনে মুগুরুজা। ১৯ বছর পরে প্রথমবার একই দেশের পুরুষ ও মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়লেন নাদাল এবং মুগরুজা। এর আগে শেষবার একই দেশের দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ১৯৯৮ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি পিট স্যাম্প্রাস এবং মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন লিন্ডসে ড্যাভেলপোর্ট। এছাড়া এবার ডাবলসে পোল্যান্ডের লুকাস কুবো এবং ব্রাজিলের মার্সেলা মেলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। মেয়েদের ডাবলসে বিশ্বসেরা সদ্য অবসর নেওয়া সুইস তারকা মার্টিনা হিঙ্গিস এবং চিনা তাইপের চ্যান ইয়ুন জ্যান।

এই নিয়ে তৃতীয় বার এই সম্মান পেলেন নাদাল। গত মরসুমে চোট-আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার পরে চলতি মরসুমে দুরন্তভাবে ফিরে আসেন তিনি। দুটি গ্রান্ড স্ল্যাম জেতেন। রেকর্ড ১০ নম্বর ফরাসি ওপেন জেতার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে নিজের রেকর্ড ১০ নম্বর ফরাসি ওপেন জেতার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে নিজের ট্রফি ক্যাবিনেটে ১৬ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম নিশ্চিত করে ফেলেন। মুগরুজা আবার প্রথম বার এই ট্রফি জিতলেন। চলতি মরসুমে উইম্বলডন জেতার পাশাপাশি কেরিয়ারে প্রথম বার এক নম্বরের সিংহাসনে বসার কৃতিত্ব অর্জন করেন। যদিও চলতি মরসুম শেষ করেন দু'নম্বরে। শীর্ষে রোমানিয়ার সিমোনা হালেপ।

● **আন্তর্জাতিক যোগায় সফল খড়গপুরের স্কুল পড়ুয়া :**

প্রথমবার আন্তর্জাতিক স্তরের যোগ প্রতিযোগিতায় গিয়েই সাফল্য পেল খড়গপুরের ছেলে সোয়েল আহমেদ গাজি। গত ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর কর্ণাটকের শ্রীক্ষেত্র ধর্মস্থলে 'কর্ণাটক স্টেট অ্যামেচার যোগ স্পোর্টস অ্যাসেসিয়েশন' ও 'শান্তিভবন ট্রাস্ট'-এর আয়োজনে এবং 'এশিয়া যোগ ফেডারেশন' ও 'যোগ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'-র সহযোগিতায় 'ইন্টারন্যাশনাল যোগ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭'-এ চতুর্থ স্থান দখল করে খড়গপুরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সোয়েল। এছাড়াও ২ থেকে ২৪ নভেম্বর, সেই একই জায়গায় আয়োজিত হয় দ্বিতীয় ফেডারেশন যোগা স্পোর্টস ক্লাব ২০১৭-'১৮। সেখানে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের বিভাগে প্রথম হয়েছে সোয়েল। গত ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর 'উত্তরপ্রদেশ যোগ অ্যাসোসিয়েশন'-এর আয়োজনে ৪২-তম ন্যাশনাল যোগ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭-'১৮ হয় গাজিয়াবাদে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগেই প্রথম হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যাওয়ার সুযোগ পায় সোয়েল। কর্ণাটকের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সোমালিয়া, ইরাক সহ মোট ১১টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। ১৪ বছরের সোয়েল ছেলেদের ৮ থেকে ১৭ বছর বয়সের জুনিয়র বিভাগে 'আর্টিস্টিক যোগ'-এর যোগ দেয়। এই বিভাগে ছিল ৫২ জন প্রতিযোগী। মোট ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসন করে দেখাতে হয়। সেখানে বিচারকদের বিচারে চতুর্থ স্থান পায় সোয়েল। ফেডারেশন যোগ স্পোর্টস কাপ ২০১৭-'১৮ প্রতিযোগিতাতেও ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের জুনিয়র বিভাগে 'আর্টিস্টিক যোগ'-এ যোগ দেয় সোয়েল। নির্ধারিত ১০টি আসন করে দেখাতে হয়। বিচারকদের বিচারে এই বিভাগে প্রথম হয় সোয়েল। **ক্রমশ**

সংখ্যালঘুরা-সমাজে নিজেদেরকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করেছে

এস. এম. সিরাজুল ইসলাম

শেষ পর্ব

এমন ধারণাটা যে অমূলক নয় সে কথা মেনে নিলেও এর একটি ইতিবাচক দিকও আছে। আজ দিকে দিকে নয় নয় করে সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ছয় শতেরও বেশি। সংখ্যালঘু সমাজ কর্তৃক পরিচালিত মিশনের সংখ্যাও শতাধিক। আর স্কুল, কলেজেও সংখ্যালঘু সমাজের ছেলেমেয়েদের উপস্থিতির সংখ্যা রীতিমত ঈর্ষণীয়। এছাড়াও বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সমাজের লেখাপড়া শেখার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই আঁচ করা যাচ্ছে আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে যে আর্থিক সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল আজ তা আর নেই। আগে মসজিদের ইমাম সাহেবদের তেমন কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এখন প্রায় প্রত্যেক ইমামই আর কিছু না হলেও বুঝি বা মৌলানা ডিগ্রিধারী। এই সঙ্গে আগে মসজিদ সংলগ্ন ঘরগুলোতে যে শিক্ষার অন্ধকার ছিল এখন আর তা নেই, সেখানে আজ লেখাপড়া-জানা লোকের অভাব নেই। আর কাগজ পত্র মিডিয়ার দৌলতে সারা পৃথিবীর খবরও এখন তাদের কাছে নিত্য নিয়মিত পৌঁছায়। তাই এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে কথা বার্তা বলতে গেলে বা কোনও ফরমান জারি করতে গেলে ভাবনা চিন্তা করা দরকার। কোরয়ান থেকে উদ্ধৃতি দিলে তা চ্যালেঞ্জ করার লোক এখন বঙ্গানুবাদ কোরয়ান শরীফের দৌলতে অমিল নয়। তাই দেশ কাল ধর্মের মূল্যায়ন আজ কম বেশি সকলেরই চিন্তা ভাবনার অধিকারি। তাই কেউ যদি মনে করে থাকেন মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা বুলি দিয়ে এখনো এই সমাজকে বিভ্রান্ত করবেন তাহলে তাঁরা যে গাড্ডায় পড়বেনই পড়বেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনও সন্দেহই নেই। আজকের ইমামরা আগের থেকে অনেক সমাজসচেতন। এছাড়াও শিক্ষা দীক্ষার আলোয় দস্তুরমত তাঁরা আলোকিত এবং তাই তাঁদের কাছ থেকে এছাড়াও সমগ্র দেশ ও সমাজ যে দিশা দেখতে চায় সে বিষয়েও তাঁরা সদা সতর্ক ও সজাগ বলে তাঁরা সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে তাঁদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হচ্ছেন। একটি সমাজের কাছে এর থেকে বেশি ইতিবাচক দিক আর কিছু হতে পারে না। এঁদের এই সমাজ সচেতনতার ছাপ যে সমাজের প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার অজস্র উদাহরণও আমরা স্বচক্ষে দেখে থাকি। তবে তা নিয়ে বোধহয় তেমন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ক্রমে আমরা আমাদের ধর্মের খোলস ছেড়ে মহান মানবতার দিকেই সঠিক পদক্ষেপ করছি। ধর্ম পালন করতে গিয়ে শুধু নিজেদেরকে নিজেদের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে যেভাবে ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সাহয্যার্থে আমরা এগিয়ে আসছি তা এক যুগান্তকারি পদক্ষেপের সূচনা, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্প্রতি একটি খবরে দেখা গেছে, জনৈক পুরোহিত তাঁর স্ত্রীর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য মসজিদতলায় গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এটা দেখেই সেখানের বাসিন্দা শেখ রহমান, শেখ হাফিজুল, তাহের আলিরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরোহিত মহাশয়ের হাতে তুলে দিয়ে আশ্বস্থ করেছেন তাঁরা চেষ্টা করে আরো টাকা তুলে দেবেন এই গ্রামের হতদরিদ্র পুরোহিতকে। একজন টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি

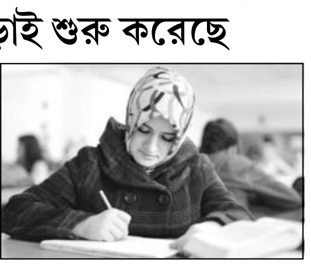

নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে টাকা আদায় করে এই কাজকে সাফল্য মন্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনা কি প্রমান করে না যে, যতই একদল লোক ধর্ম নিয়ে উন্মাদনায় সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করুন না কেন তাদের অভ্যন্তরে কিন্তু তার কোনও অনুরণন ঘটে না? এসব গাগরম করা কথা শুনলে সাময়িকভাবে হয়তো বা মাথাটা গরম হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এই দিয়ে একটা সুস্থ মানবিকতার বোধ গড়ে উঠতে পারে না কোনমতেই। আর সে জন্য বুঝি বা ধর্মের ধ্বজাধারীরা মানুষের মধ্যকার মানবিকতা বোধকে হাজার চেষ্টা করেও ধ্বংস করতে না পেরে অস্ত্রকে হাতিয়ার করার চেষ্টা করছে। এদের ধারণা, ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায় করবে। ভয় দেখালে যদি ভক্তি আদায় করা যেত তাহলে তো এখানে অন্য কোনও ফুল ফলের চাষ হত না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যারা ধর্মের নামে জোর জবরদস্তি করে মানবধর্মকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তারাই কালক্রমে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর যারা উদার মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তাঁদের কথা মানুষ গ্রহণ করেছেন। কোনও ধর্মই তো মানবতা বিরোধী নয়। মানুষকে বাদ দিয়ে তো ধর্ম হতে পারে না, হয়নি কোনদিন, আর হবেও না কোনদিন। তাই যারা মানুষকে অস্বীকার করে, মানুষকে লাঞ্ছনা করে, মানুষের প্রতি অবিচার করে তাদের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে গায়ের জোরে তা একটি সময়ের ব্যবধানে মানুষ কর্তৃকই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও তাকে আর সচল করা যায়নি। কারণ অত্যাচার, ব্যাভিচার আর অনাচারের ইতিহাস কোনদিনই মানুষের মন থেকে সহজে মুছে যায় না। যুগযুগান্ত ধরে তা দগদগে ক্ষতের মত মানুষের মানসপটে রক্ষিত হতে থাকে। তাই তাদের কোনরূপ পদচারণার সম্ভাবনা দেখা দিলে মানুষ সিঁদুরে মেঘ দেখার মতোই চমকে ওঠে এবং নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখে। দিবাচক্ষে কেউ যদি এইসব দেখেও না দেখার ভান করেন তাহলে সেখানে বলার কিছুই থাকে না। তবে পৃথিবীর সবকিছুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা মনে করেন আদিম প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশে তাঁরা গায়ের জোর ঘটাবেন, তাহলে তাঁদের সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা অসমীচীন। বাংলার সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসারনের সাথে সাথে তাঁদের সামাজিক জীবনেও এক বিবর্তন এসেছে এবং তাঁরা নিরন্তরভাবে ধর্মকে মাথায় রেখে সমাজে যাতে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্যই যে লড়াই করছেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।

সম্পাদক সমীপেষু

গানের মাঝেই আমার প্রাণটা ভরে যায়

আর কয়েকটা মাস রয়েছে, তারপরেই অবসর নেবার পালা। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র থেকে এবার অবসর নেবার সময় এসে গেছে। এই সময়ে আমার সঙ্গী হবে একমাত্র গান। যা যৌবনকাল থেকেই শুনে আসছি। গানের পিপাসা বোধহয় কোনোদিনই মেটে না। প্রথম যখন এই অঞ্চলে এসেছিলাম, তখন থেকেই গানটাকে আমার সাথী করে নিয়েছিলাম। সেদিন পাশেথাকা মানুষগুলো গান শুনতো। তবে গানটিকে তেমনভাবে গুরুত্ব দিত না। আজ খুব ভাল লাগছে। প্রত্যেকেই গানটিকে ভালোবেসে বাড়িতে গান শোনার একটা রেওয়াজ এনেছেন। এতেই গানের জয় হয়েছে। প্রাণের সাথে গানের এক যোগবন্ধন চিরকালই ছিল। তাই মানুষ গানটাকে ভালোবাসতে পেরেছে। আমি গানের মধ্যে থেকেও এখনও বহুগানের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। বহু কালজয়ী গান রয়েছে, যা একেবারে পাওয়া যায় না। সেই গানের জন্যই অপেক্ষায় বসে থাকি। এখানে নিজেকে জাহির করছি না, আমার সংগ্রহেও এর অভাব নেই। গানকে ভালোবাসি বলেই গানগুলোকে সংগ্রহশালায় আনার চেষ্টা করি। যারা জাহির করেন তাঁরা প্রকাশ্যে এসে বলেন, এই গান আমার কাছে ছাড়া আর কারোর কাছে নেই। এটা বোধহয় সঠিক নয়। গানটিকে ভালোবাসতে হয়। প্রাণটাকে ভরিয়ে নিতে হয়। আর সবার সাথে মিলেমিশে এক জায়গায় বসে গানটি শোনার মত মনটাকে তৈরি করতে হয়। তবেই গানটি সাফল্য পায়। অবশ্যই একটি অজানা গান যদি শোনা যায় বা সংগ্রহশালায় থেকে যায়, সেটা প্রত্যেককেই জানানো যায়। এটাই তো গানের আসল সুর। যা মানুষের মনটিকে জয় করে নিতে পারে। গানের মধ্যে বলা আছে 'কী উপহার সাজিয়ে দেব/ গান আছে তাই শুনিয়ে যাব।'

জ্যোর্তিময় চ্যাটার্জী, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়